DOG TRAINER

ছোটবেলা থেকেই তাঁর কুকুর প্রীতি অসম্ভব। কুকুরদের হাবভাব বুঝতে অসুবিধে হয় না মোটেও। আর সেই ভাললাগার জায়গা থেকেই পেশাগতভাবে ডগ ট্রেনিং শুরু করেন শলাকা মুন্দাদা। নিজের অভিজ্ঞতা জানালেন মধুরিমা সিংহ রায়কে।

এই পেশায় আসতে হলে

- ভয়েস মডিউলেশন আর ডিসিপ্লিন এই পেশার মূলমন্ত্র। তবে ট্রেনিংয়ের সময় পোষ্যরা যেভাবে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবে, তা এককথায় সত্যিই অভাবনীয়।
- কেরিয়ার হিসেবে এটি এখন আর্থিক স্বচ্ছলতা দেয়। তবে এটি কিন্তু পুরোদস্তুর ফুল টাইম পেশা।
- পোষ্যদের বডি ল্যাঙ্গোয়েজ ইত্যাদির ব্যাপারে ফর্মাল ট্রেনিং থাকলে সুবিধে হয়।

ডগ ট্রেনিংয়ের মতো অন্যধরনের পেশায় আসার প্রধান কারণ কিন্তু কুকুরদের প্রতি আমার অকৃত্রিম ভালবাসা। আমার বিয়ে হয় একটি কুকুর পাগল পরিবারে। শ্বশুরবাড়িতেই আলাপ হয় পোষ্য ব্রুনো আর শ্যাডোর সঙ্গে। সেই শুরু! ওদের থেকে এতকিছু শিখেছি যে ওদের নিয়ে পেশাগতভাবে কাজ করার কথা ভেবে ফেলি। ছোটবেলায় বাড়িতে কুকুর পোষার অনুমতি ছিল না। তাই রাস্তার কুকুরদের যত্ন করতে শুরু করি। পড়াশোনা শেষ করে চাকরি করি। চাকরি ছাড়ার পরে ব্রুনো হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ে। ভেটেরিনারি ট্রিপ আরও বেড়ে যায়। একবার ভেটেরিনারি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করি যে আমি ওঁর ক্লিনিকে ভলান্টিয়ার করতে পারি কি না! আমার প্রস্তাবে উনি রাজি হয়ে গেলেন। শুরুটা করেছিলাম অফিস ম্যানেজমেন্ট দিয়ে। তবে ফার্স্ট এড থেকে কেস হিস্ট্রি লেখা, এমনকি কুকুরদের সামলানোও শিখে গেলাম ধীরে ধীরে। একদিন কেনেলে থাকার জন্য একটি খুবই অসুস্থ কুকুর এসেছিল। তখন বুঝলাম ক্লিনিকে কেনেল স্পেস খুব কম। আমার সংস্থা পেট সিটারস-এর আইডিয়া তখন থেকেই মাথায় এল। ২০০৮-এ শুরু করি। ছোট্ট একটি বাড়িতে ছ'টি কেনেল নিয়ে শুরু হয় পেট সিটারস। আট মাসের মাথায় এটি আকারে বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে যায়। পোষ্যদের মালিক ও ভেটেরিনারি ডাক্তারদের থেকে পজিটিভ ফিডব্যাক পাচ্ছিলাম। আর পিছন ফিরে তাকাইনি। এখন আমাদের মোট ৩৪টি কেনেল, পোষ্যদের সুইমিং পুল, প্লে এরিয়া আছে। সংস্থা শুরু করার পরে পেট ট্রেনিংয়ে প্রথাগত শিক্ষা নিতে শুরু করি। কেনেল ম্যানেজমেন্টের প্রথম কোর্সের পরে পোষ্যদের বডি ল্যাঙ্গোয়েজের ব্যাপারে কতকিছু জানতে পেরেছিলাম! আমার শিক্ষক শিরিন মার্চেন্ট আমাকে কুকুরদের আচরণ সম্পর্কে অনেক কিছু শিখিয়েছিলেন। এরপর ইংল্যান্ডে জন রজারসন-এর কাছে 'ডগ ট্রেনিং অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডগ বিহেভিয়ার'-এর উপর কোর্স করি। 'ডগ অ্যাগ্রেশন'-এর উপরেও কোর্স করি। মনে হবে, কুকুর আপনার সঙ্গে কথা বলছে। কী বলছে শুধু সেটা বুঝতে হবে! কর্পোরেট ইন্ডাস্ট্রির ছ' অঙ্কের মাইনে ছেড়ে পেশাদার ডগ ট্রেনার হিসেবে কাজ করে আমি সত্যিই খুব খুশি। প্রায় ছ'বছর ধরে এই পেশায় আছি। বিভিন্ন জাতের প্রায় সাতশো' কুকুর, তাদের নানারকম সমস্যা, তাদের মালিক—সবকিছু সামলেছি। আগের তুলনায় পোষ্যদের মালিকেরা এখন অনেক বেশি দায়িত্বশীল। তাঁরা বোঝেন তাঁদের পোষ্যদের কী কী প্রয়োজন। ডগ ট্রেনার ও ডগ বিহেভিয়ারিস্ট হিসেবে সবার আগে আমাকে বুঝতে হয় যে সমস্যাটি ট্রেনিং সম্পর্কিত, না কি আচরণ সম্পর্কিত? ট্রেনার হিসেবে আমার কাজ হল কুকুরটিকে সমাজে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। খুব কম বয়সে ট্রেনিং শুরু করা প্রয়োজন। কুকুরদের স্কুলিং বলা যেতে পারে ব্যাপারটিকে। লোকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া বা গলায় বাঁধা দড়িটিকে ক্রমাগত টানা ইত্যাদি কিন্তু ট্রেনিংয়ের অভাবেই হয়। নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে চললেই এ ধরনের সমস্যা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। ট্রেনারের কাজ হল মালিককে তাঁর পোষ্যর ব্যাপারে শেখানো। কীভাবে তিনি তাঁর পোষ্যর সঙ্গে মিশবেন, ভাল আচরণের জন্য পোষ্যকে কী দেবেন ইত্যাদি সবই মালিককে বলে দেওয়া হয়। বিহেভিয়ারিস্ট হিসেবে পোষ্যর অ্যাগ্রেশন, মালিক ছেড়ে চলে গেলে কান্নাকাটি করা ইত্যাদি সমস্যার সমাধানে কাজ করতে হয়। আমার মনে হয় মহিলারা ভাল পেট ট্রেনার হন। কারণ, একজন ট্রেনারের প্রধান শক্তিই হল তাঁর ইমোশনাল রিসোর্স!

যোগাযোগ:
shalaka@petsitters.co.in